২৪ জানুয়ারি, ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল ফর্মে পিতা অথবা মাতা অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম সংযোজনের মাধ্যমে সকলের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতের নির্দেশনা দিয়ে উচ্চ আদালতের রায়

২৪ জানুয়ারি ২০২৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল ফর্মে যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীর অভিভাবক হিসেবে পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করতে হয়, সে ফর্মগুলো পিতা অথবা মাতা অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম ব্যবহার করেই পূরণ করা যাবে- এ মর্মে মহামান্য আদালত রায় দিয়েছেন। একইসাথে, এ রায়ের আলোকে সকল ফর্ম সংশোধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সকল শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসে দেওয়া এই যুগান্তকারী রায় সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে, জাতিসংঘের মহাসচিব, আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, "এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা একটি সাম্য সমাজ, গতিশীল অর্থনীতি এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর অসীম স্বপ্নপূরণে সহায়ক হবে।" মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার এবং মাননীয় বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় দেন। গত ৩রা আগস্ট ২০০৯ হাইকোর্টের প্রদত্ত রুলকে বহাল (Rule Absolute) রাখেন আদালত। সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মা এর স্বীকৃতি বিষয়ক জনস্বার্থ মামলার (রীট নং ৫৩৪৩/ ২০০৯) রায়ে আদালত এ আদেশ দেন।

উল্লেখ্য যে, এপ্রিল ২০০৭ এ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (Secondary School Certificate | SSC) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে 'শিক্ষার্থী তথ্য ফরম [Students Information Form (S.I.F.)]এ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাবার নাম পূরণ করতে না পারার কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী ঠাকুরগাঁও জেলার এক তরুণীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র দিতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্লেখ্য যে, মা ও সন্তানকে কোনরূপ স্বীকৃতি না দিয়ে বাবার চলে যাওয়ার পর উক্ত তরুণী তার মায়ের একার আদর স্নেহে বড় হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে এ ঘটনার যথাযথ অনুসন্ধানের উপর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মা এর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার দাবীতে গত ২ আগস্ট ২০০৯ তারিখ ৩টি মানবাধিকার, আইন সহায়তা সংগঠন ও নারী সংগঠন যথাক্রমে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং নারীপক্ষ যৌথভাবে জনস্বার্থ বিষয়ক এ মামলাটি দায়ের করে।

গত ৩ আগস্ট ২০০৯ তারিখে এ মামলার প্রাথমিক শুনানী অন্তে মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং মাননীয় বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ মানবাধিকার, সমতার পরিপন্থী ও বিশেষতঃ শিক্ষার অধিকারে প্রবেশগম্যতার বাধাস্বরূপ বিদ্যমান বৈষম্যমূলক এ বিধানকে কেন আইনের পরিপন্থী এবং অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে না - এ মর্মে বিবাদীদের প্রতি রুল (কারণ দর্শানোর নোটিশ) জারি করেন। একইসাথে, বর্তমানে কোন কোন শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বাবা ও মা উভয়ের নাম সম্পর্কিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হয় তার একটি তালিকা এবং যে সকল যোগ্য শিক্ষার্থী তাদের বাবার পরিচয় উল্লেখ করতে অপারগ, তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় -সে সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি

প্রতিবেদন আগামী ০৩ সপ্তাহের মধ্যে আদালতে দাখিলের জন্য বিবাদী নং ১ (সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) কে নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, ব্লাস্ট গত ৬ জুন ২০২১ তারিখে আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা সম্পর্কিত তথ্য আদালতে পেশ করেন। যেখানে যৌনকর্মীর সন্তান, সারোগেসি/আই ভি এফ (in vitro fertilization) টেকনোলজির মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান, ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির ওরসজাত সন্তান, বাবা কর্তৃক পরিত্যক্ত সন্তানরা বাবার পরিচয় দিতে না পারার কারণে শিক্ষাক্ষেত্র সহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্র যথা: পাসপোর্টের আবেদন করার ক্ষেত্রেও যে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন, তা তুলে ধরা হয়। একইসাথে শিক্ষা সহ সকল ক্ষেত্রে বাবার নাম বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করার বিধানকে সংবিধানের ১৫ (ক) (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা), ২৮ (৪) (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য), ৩১ (আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার), ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ) ও ৪০ (পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে ফরম পূরণে পিতার নাম বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখের সুনির্দিষ্ট আইনগত কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও এতকাল ধরে তা বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হতো।

মামলার আইনজীবী সিনিয়র আইনজীবী সারা হোসেন বলেন, লিঙ্গ বৈষম্যমূলক প্রথা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আজকের এই রায়টি যুগান্তকারী। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশের অধিকার এবং শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিতে এই রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। লিঙ্গ ভিত্তিক সকল বৈষম্য দূরীকরণের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন নিশ্চিতকরণে আজকের এই রায়ের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মালেকা বানু বলেন, "শিক্ষা ক্ষেত্রে ফরম পূরণে পিতার নাম বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখের সুনির্দিষ্ট আইনগত কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও এতকাল ধরে পিতা মাতার পরিচয় বিহীন শিশুরা শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। আশা করা যাচ্ছে, আজকের এ যুগান্তকারী রায়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং আশা করা যাচ্ছে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন হবে।'

কামরুননাহার, সদস্য, নারীপক্ষ তার মতামত প্রকাশ করতে যেয়ে বলেন, "সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আজকের এই অর্জনকে কার্যকর ভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে আরও তৎপর হতে হবে" ।

মামলার একজন আইনজীবী এড. আইনুন নাহার সিদ্দীকা বলেন, "এ রায়ের মধ্য দিয়ে বাবা-মায়ের পরিচয় বিহীন যে কোন শিশুর শিক্ষা গ্রহণের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। এ রায়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান তিনি" ।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনায় ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী সারা হোসেন, এডভোকেট আইনুননাহার সিদ্দিকা, এডভোকেট এস এম রেজাউল করিম এবং এডভোকেট আয়েশা আক্তার। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
communication@blast.org.bd